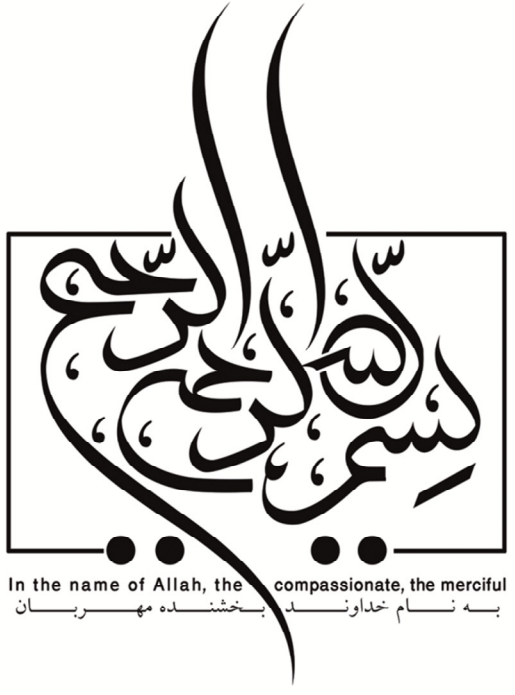

In the name of Allah, the compassionate, the merciful

به نام خداوند بخشنده مهربان

Al-Mustafa International
Translation and Publication Center

†KviAvb AweK„Z _vKvi inm¨

g~j: nhiZ Avjøvgv nv`x gv‡idvZ

fvlvšÍi: †gvnv¤§` wgRvbyi ingvb

Publisher's Forword

To begin and execute a research is like walking in the path of development and evolvement. When the seeds of the "questions" are planted, in the soil of the mind of the researcher, this phase initiates, and its end is culminated when the result and the outcome of knowledge and wisdom is gained.

Evidently, this end is a new chapter in itself, for growth, and announces beforehand this good news to humans. For the result of all those mental efforts will not only bring the blooming and flowering of talent and all kinds of Blessings to humans, but it also makes the mind of the researcher to ponder and shape new, more questions.

This will produce a great collection of growing plants and flowers for the seeking mind… Those "questions" are in fact, the seeds, which according to the necessities of Time and the strength of the researchers will grow and bloom by themselves. They will make Culture and Civilization to move forward.

In like manner, the increasing rate of transferring oneself from one place to another place and the decrease of the distances will make those seeds travel miles and miles, to faraway places, in order to install them inside the curious mind of other seekers. This will bring an amazing diversity and a novelty for another civilization…

It is true then, that the presence of knowledge and a good, capable management will help this project to develop itself and one has to admit indeed, that it has always played an important role…

Al-Mustafa International Publication and Translation Center, because of its global mission, and its special position among the Religious Schools and the colorful human diversity that it has developed inside itself, sees it as a moral duty to procure all the appropriate conditions for any research works, and takes its role in this matter, most seriously. To procure all kinds of necessary grounds, with an excellent management of all the existing possibilities and talents, and to care and protect all its researchers in religious fields; these are the most crucial responsibilities of the Department of Research in this International center.

We dearly hope that by being attentive to all these autonomous scientific movements, and by fortifying all the existing motives, we shall be able to witness the blooming of the Religious Culture in every part of this wide world!

Al-Mustafa International
Publication and Translation Center

যা কিছু এই বইতে পড়বেন

ভূমিকা ---------- **৭**
শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে তাহরীফ ---------- **১৩**
শাব্দিক অর্থে তাহরীফ বা বিকৃতি ---------- ১৩
পারিভাষিক অর্থে তাহরীফ ---------- ১৬
পবিত্র কোরআনে তাহরীফ শব্দ ---------- ২০
কোরআন বিকৃতি সংক্রান্ত সন্দেহের অসারতার দলীলসমূহ ---------- **২৩**
এক. জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারে ---------- ২৩
দুই. পবিত্র কোরআন মোতাওয়াতির (বহুল) সূত্রে বর্ণিত ---------- ২৫
তিন. আল কোরআন ঃ আল্লাহর রাসূলের (সা.) চিরন্তন মোজেযা ---------- ২৭
চার. মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের সংরক্ষক ---------- ৩১
একটি আপত্তির জবাব ---------- ৩৫
পাঁচ. পবিত্র কোরআনে বাতিলের (মিথ্যা) প্রবেশের কোন সুযোগ নেই ---------- ৩৭
ছয়. পবিত্র কোরআন হাদীসসমূহকে মূল্যায়নের মানদন্ড ---------- ৩৮
সাত. পবিত্র কোরআনে কোনরূপ তাহরীফ না ঘটার সপক্ষে আহলে বাইতের (আ.) দৃষ্টিভঙ্গি ---------- ৪১
উপসংহার ---------- ৪৭
বিশিষ্ট শিয়া মনীষীগণ এবং তাহরীফের ধারণা প্রত্যাখ্যান ---------- **৪৯**
বিশিষ্ট সুন্নী মনীষীগণের সাক্ষ্য ---------- **৬৫**
ভিত্তিহীন অপবাদ ---------- ৭১
সাইয়েদ ইবনে তাউসের জবাব ---------- ৭৩
প্রাচ্যবিদদের প্রলাপ ---------- **৭৭**
অন্ধ অনুকরণ ---------- ৮২
একটি পর্যালোচনা ---------- ৮২
হাদীস বর্ণনা সেটার প্রতি বিশ্বাস পোষণের দলীল নয় ---------- ৮৩
মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ ---------- ৮৪
"কাফী" গ্রন্থে (এ বিষয়ে) সন্দেহপ্রবণ কোন বিষয় নেই ---------- ৮৫
বিগত কয়েক শতাব্দীর আখবারীদের মনগড়া ধারণা ও বিশিষ্ট শিয়া মনীষীবর্গের প্রতিবাদ ---------- **৮৯**

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সরলতা ---------- ৯২
ফাসলুল খিতাব গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ---------- ৯৪
আকিদার পরিবর্তন নাকি ভিন্ন ভাষায় একই কথার পুনরাবৃত্তি ---------- ৯৭
তওরাত ও ইঞ্জিলে তাহরীফ ---------- ১০১
আহদাঈনে (তওরাত ও ইঞ্জিলে) তাহরীফ বলতে কি বুঝায়? ---------- ১০১
বাচনভঙ্গিতে তাহরীফ ---------- ১০৪
এক নজরে তওরাত ও ইঞ্জিলের ইতিবৃত্ত ---------- ১০৭
তওরাত ---------- ১০৯
হযরত মূসার (আ.) তওরাত ---------- ১১০
বুখ্‌তে নাসরের প্রলয়ংকারী হামলা ---------- ১১১
তওরাতের সনদ ধারাবাহিক নয় ---------- ১১২
চারটি বাইবেলের ইতিকথা ---------- ১১২
হযরত ঈসার (আ.) উপর নাযিল হওয়া বাইবেল কোথায়? ---------- ১১৩
অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলীর মধ্যে সাদৃশ্য ---------- ১১৬
সুন্নী হাশভিয়া সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাহরীফ ---------- ১২৩
১- রাজমের আয়াত ! ---------- ১২৪
২- রাগ্‌বাতের আয়াত! ---------- ১২৬
৩- জিহাদের আয়াত! ---------- ১২৭
৪- ফারশের (বিছানার) আয়াত! ---------- ১২৭
৫- কোরআনের অক্ষর কি ১০,২৭,০০০ টি ?! ---------- ১২৮
৬ - হাফেজদের মৃত্যুর কারণে কোরআনের আয়াত হাত ছাড়া হয়ে গেছে! --- ১২৮
৭- হযরত আয়েশার (রা.)মুসহাফে আধিক্য! ---------- ১২৯
৮- সূরা বাইয়্যিনার দু'টি আয়াত! ---------- ১৩০
৯- দু'টি আয়াত মুসহাফে লেখা হয় নি ! ---------- ১৩১
১০- সূরা বারায়াতের ন্যায় একটি সূরা এবং অপরটি মুসাব্বাহাতের অনুরূপ ! - ১৩২
১১- সূরা আহযাব সূরা বাকারা হতে বড় ! ---------- ১৩৩
১২- দোওয়া কুনুত ---------- ১৩৫
১৩- সূরা বারায়াতের(তওবা) কেবল এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রয়েছে ! ------ ১৩৬
১৪- একটি শব্দের সংযোজন ! ---------- ১৩৭
১৫- একটি অব্যয় পদের সংযোজন! ---------- ১৩৮
১৬- অযাচিত ইজতেহাদ! ---------- ১৩৮
১৭- ভিত্তিহীন অনুমান ! ---------- ১৪১
১৮- বানোয়াট সূরা বেলায়েত ! ---------- ১৪২
একটি পর্যালোচনা ---------- ১৪৪
এ বাক্যগুলোর অর্থ কি? ---------- ১৪৫
কে এই লেখক? ---------- ১৪৭
২০- "ফোরকান" গ্রন্থের সৃষ্ট বিপর্যয় ---------- ১৪৮
আখবারীদের দৃষ্টিতে তাহরীফ ---------- ১৫১
তাহরীফ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহের বিশ্লেষণ ---------- ১৫৬
ফাসলুল খিতাব গ্রন্থের লেখকের ধারণা ---------- ১৬৫

ভূমিকা

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله الطاهرين.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার কিতাবে তাহরীফ তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃতির অপবাদ একটি গর্হিত অন্যায় এবং পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপন্থী।

কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের চিরন্তনতা ও অবিকৃতির নিশ্চয়তা দান করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّ نَحْنُ نَزَّلنا الذِّكرَ وَ إِنّاَ لَـهُ لَـحافِظُون﴾

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ (কোরআন) নাযিল করেছি এবং নিজেই এর সংরক্ষক।"[১]

এ সনাতন ও অকার্যকর অপবাদের ধারাবাহিকতা কোরআনের প্রাথমিক মুসহাফ (পান্ডুলিপি) লিপিবদ্ধকারীদের মধ্যে মতপার্থক্যের সময় থেকেই সূচনা লাভ করেছে। যখন কোরআনের আয়াত লিপিবদ্ধ ও ক্বিরাত শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে এক নীরব প্রতিদ্বন্দিতা বিরাজ করছিল, তখন প্রত্যেকে ধারণা পোষণ করত যে, তার ক্বিরাতই সঠিক এবং অন্যরা ভ্রান্তির শিকার।

এ অবস্থা খলিফা উসমানের সময়ে পবিত্র কোরআনের তওহীদে মাসাহেফ তথা একক মুসহাফ সংকলনের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এ কাজটি এমন কিছু ব্যক্তিবর্গের অধীনে সম্পন্ন হয়েছে যারা এ অতীব ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যোগ্য

১। সূরা হিজর: ৯।

ও উপযুক্ত ছিলেন না। এ কারণে লিখন পদ্ধতিতে কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি দেখা গেছে এবং মূল পান্ডুলিপির (যা মদিনার দারুল হুকুমতে সংরক্ষিত ছিল) সাথে অন্যান্য অনুলিপির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।[১]

এগুলোর পাশাপাশি কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ীর মধ্যে (যেমনঃ ইবনে মাসউদ, আয়েশা, ইবনে আব্বাস এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তাবেয়ীন) কোরআনের লিখন ও ক্বিরাত পদ্ধতি নিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। আর এ সব মতভেদ ও বিতর্কের সূত্র ধরে কিছু কিছু রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। যেগুলো সংকীর্ণমনা হাশভিয়া সম্প্রদায় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে লুফে নিয়েছে এবং তাদের হাদীসগ্রন্থসমূহে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে উল্লেখ করেছে। আর এগুলোই পরবর্তীতে "পবিত্র কোরআনে তাহরীফের সম্ভাবনা" শীর্ষক মারাত্মক সংকট ও বিতর্কের ঝড় তুলেছে। অবশ্য, এ ঘৃণিত ও ন্যাক্কারজনক প্রক্রিয়া ব্যাপকতা লাভের নেপথ্যে ছিল নাস্তিক ও জাহেলী অপশক্তির (যেমন ঃ বনী উমাইয়া ও তাদের দোসররা) প্রকাশ্য ইন্ধন, যারা ইসলামের অত্যুচ্চ মর্যাদাকে নস্যাত এবং পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বকে ক্ষুন্ন করার স্বপ্নে বিভোর ছিল।

হায় ! তারা কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ

﴿يُرِيدُونَ لِيُطفِؤُوا نُورَ اللهِ بِأَفواهِهِم والله مُتمّ نُوره وَ لَو كَرِهَ الكافِرُون﴾

"আর তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তার নুরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।"[২]

ইত্যবসরে একশ্রেণীর লেখকরা (যারা এমন ধারণা করে যে, এ রেওয়ায়েতগুলোর সনদ সহীহ ও এগুলো সরাসরি কোরআনে বিকৃতির ইঙ্গিত বহন করে) এ কথিত রেওয়ায়েতগুলোর সপক্ষে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দানের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। পাশাপাশি কেউ কেউ এ রেওয়ায়েতগুলো (পরস্পর বিপরীত, বিচ্ছিন্ন ও ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও) গ্রহণ এবং সেগুলোর ভ্রান্তিপূর্ণ বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে ফতওয়া দান করেছে। আবার কখনও কখনও যেগুলোর মনঃপুত ব্যাখ্যা খুঁজে পায় নি,

---

১। দ্রঃ আত্ তামহীদ ফী উলুমিল কোরআন, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৩।

২। সূরা সাফ : ৮।

সেগুলোকে ত্যাগ করেছে এবং সর্বশেষ যে মন্তব্য করেছে তা হচ্ছে উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত নাস্‌খ (রহিত) হয়েছে। কিন্তু উসূল শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী এ ভিত্তিহীন ধারণারও অপনোদন ঘটেছে।

ইবনে হাজম আন্দালুসী ধারণা করেছে যে, ব্যভিচারী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার উপর পাথর নিক্ষেপের বিধান পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে সে নিম্নের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছে ঃ

উবাই ইবনে কা'ব (রা.) জিজ্ঞাসা করেন : সূরা আহযাবের আয়াতের সংখ্যা কতটি ?

তাকে বলা হল : ৭৩ অথবা ৭৪ টি।

তিনি বলেন : সূরা আহযাব সূরা বাকারার সমান অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ ছিল। আর রাজমের (পাথর নিক্ষেপের বিধান) আয়াতও এ সূরাতে বর্ণিত ছিল এবং সেটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتّة نكالا مِن الله والله عزيز حكيم

যখন কোন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তখন অবশ্যই তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

ইবনে হাজম উল্লেখ করেছে : এ রেওয়ায়েতের সনদ সহীহ এবং এক্ষেত্রে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এ আয়াতের শব্দাবলী (Text) ও তেলাওয়াত নাস্‌খ তথা রহিত হয়ে গেছে। শুধুমাত্র সেটির বিধান ও বিষয়বস্তু বহাল রয়েছে।[১]

সে দুগ্ধ দানের পরিমাণ নির্ধারণ (যা মাহরাম হওয়ার কারণ হয়ে থাকে) প্রসঙ্গে দু'টি রেওয়ায়েত হযরত আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করার পর উল্লেখ করেছে : এ দু'টি রেওয়ায়েত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য এবং সে দু'টির রা'বিগণও সম্মানিত ও বিশ্বাসযোগ্য। আর এ দু'টি রেওয়ায়েত পরিত্যাগ করা কারও জন্য সমীচীন নয়।

অতঃপর সে প্রশ্ন করেছে : এটা কিভাবে সম্ভব যে, রাসূলের (সা.) ওফাতের পর পবিত্র কোরআন হতে কোন আয়াত বাদ দেওয়া হবে?

১। মাহাল্লী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৩। ইবনে হাজম সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ মিথ্যা অপবাদটি শিয়া মাযহাবের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং বলেছে যে, শিয়ারা কোরআনের তাহরীফে বিশ্বাসী। আর এজন্য সে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এ মাযহাবের অনুসারীদেরকে ভর্ৎসনা করেছে। অথচ এহেন জায়িফ ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়েত গ্রহণের কারণে সে-ই অধিকতর ভর্ৎসনার যোগ্য। দ্রঃ আল ফাসল, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৮২।

কেননা, এটা পবিত্র কোরআনের প্রতি এক জঘন্য ও অমার্জনীয় অপরাধ। তারপর সে নিজেই এভাবে জবাব দিয়েছে : কোরআনে কেবলমাত্র এ আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় নি। কিন্তু সেগুলোর বিষয়বস্তু ও বিধান রাজমের আয়াতের ন্যায় বহাল রয়েছে।[১]

অনুরূপভাবে মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেছেন : একশ্রেণীর আধ্যাত্মিক সাধক অনুমান করেছে যে, অনেক মানসুখ (রহিত) আয়াত খলিফা উসমানের সংকলিত মুসহাফ হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোরআনের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে কারও কোন বিন্দুমাত্র বিতর্ক নেই।[২] সাম্প্রতিক শতাব্দীর একশ্রেণীর তথাকথিত পন্ডিত এ সব কল্পকাহিনীর প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে সেগুলোর সাথে সুর মিলিয়ে নিজেদের মনগড়া মতামত তুলে ধরেছে।[৩]

কিন্তু শিয়া মাযহাবের বিশিষ্ট ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সব কল্পকাহিনীকে প্রত্যাখ্যান এবং ফিকাহ শাস্ত্র ও ফতওয়া দানের ক্ষেত্রে এগুলোর বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্যতাকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এ ধরনের সনাতন কল্পকাহিনীকে এড়িয়ে চলব। কেননা সেগুলোর অসারতা সূর্যালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিটি বিবেকবান ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট এ সব ভিত্তিহীন ধারণা ও কল্পকাহিনীর মিথ্যা চেহারা প্রকাশিত এবং পবিত্র কোরআন এমন অসার অপবাদের অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন,

﴿وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ۰ لا يأتيه الباطِلُ مِن بَينِ يَديهِ وَ لا مِن خَلفِه تَنـزِيلٌ مِن حكيمٍ حميدٍ﴾

"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কিতাব। কোন প্রকার মিথ্যা এর নিকট সামনের দিক থেকেও আসতে পারেনা এবং পেছন দিক থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"[৪]

১। মাহাল্লী, ১০ম খন্ড, পৃ. ১৪ ও ১৬।

২। "আল কিবরীয়াতুল আহমার ফী আকায়েদুশ্ শেইখে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনিল আরাবী" আল ইওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহের গ্রন্থের পাদটীকায় মুদ্রিত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৯। এ গ্রন্থ দু'টিই শেইখ আব্দুল ওয়াহাব শা'রানীর প্রণীত, সে উক্ত উক্তি উল্লেখের সময় লিখেছে যে, কিন্তু "ফুতুহাতু মিসরীয়্যাহ" গ্রন্থে বলা হয়েছে : বিশিষ্ট মুসলিম মনীষীদের সহীহ ও সুদৃঢ় আকিদা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার কিতাব হতে আদৌ কোন কিছু বাদ পড়ে নি।

৩। "আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে তাহরীফ" শীর্ষক অধ্যায়ে উক্ত মনগড়া মতামত প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

৪। সূরা ফুসসিলাত: ৪১ ও ৪২।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সম্প্রতি সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির ছদ্মবেশী কিছু দালাল কর্তৃক মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির পায়তারায় নানাবিধ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট লেখনী প্রকাশিত হয়েছে। তারা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান মাযহাব শিয়াদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে এবং প্রচার করছে যে, শিয়ারা কোরআনের তাহরীফে বা বিকৃতিতে বিশ্বাসী। অথচ এমন দূষিত বিশ্বাস তো অনেক দূরের কথা বরং এরূপ ধারণা থেকেও শিয়ারা সম্পূর্ণ মুক্ত।

এমতাবস্থায় এহেন কাপুরুষোচিত হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং পবিত্র কোরআনকে ভ্রান্ত ধারণামুক্ত ও শিয়া মাযহাবের (যে মাযহাবের অনুসারীরা সর্বদা ইসলাম ও কোরআনের প্রতিরক্ষায় নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার) বিরুদ্ধে আরোপিত মিথ্যা অপবাদের জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে তথ্যসমৃদ্ধ ও দলীল নির্ভর এ পুস্তকটি প্রণয়নের প্রয়াস পেয়েছি।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এ মহৎ ধর্মীয় ও ঈমানী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন, আমীন।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে তাহরীফ

শাব্দিক অর্থে তাহরীফ বা বিকৃতি

তাহরীফের (تَحْرِيْف) শব্দমূল হচ্ছে হারফ (حَرف), এর অর্থ হচ্ছে পার্শ্ব, কিনারা, প্রান্ত। আর কোন কিছুকে তাহরীফ করা বলতে কোন কিছুকে সেটার প্রকৃত স্থান থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়াকে বুঝায়। পরিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَ مِنَ النّاسِ مَن يعبدُ اللهَ عَلى حَرفٍ فَإِن اصابَهُ خيرٌ اطمَأنَّ بِه وَ إِن أصابتهُ فِتنَةٌ انقَلَبَ عَلى وَجهِه﴾.

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধান্বিত অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর বহাল থাকে আর যদি কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।"[১]

বিশিষ্ট মুফাস্সির জামাখশারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, "পার্শ্বে (দূরত্ব বজায় রেখে) অবস্থান করা এবং ধর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করা। পবিত্র কোরআন এ ধরনের ব্যক্তিদের ঐ সব লোকদের সাথে তুলনা করেছে, যারা সৈন্যদের পার্শ্বে (দূরত্ব বজায় রেখে) থেকে পরিস্থিতি অবলোকন করে। যদি দেখে যে, পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে এবং বিজয় ও গনিমত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে; তাহলে শেষাবধি সেখানে অবস্থান করে, তা না হলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে অন্য দিকে চলে যায়।"[২]

১। সূরা হাজ্জ:১১।

২। তাফসীরে কাশ্শাফ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৬।

অতএব, বাক্যের তাহরীফ বা বিকৃতি বলতে কথার আসল অর্থের বিপরীত অর্থে (কোন কারণ ছাড়াই) ব্যাখ্যা করাকে বুঝায়। প্রত্যেক কথারই (ব্যবহৃত শব্দাবলীর বিন্যাসানুসারে) একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক রূপ রয়েছে। যা সেটার অর্থ ও বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করে। কিন্তু বিকৃতকারী এটির স্বাভাবিক রূপ ও প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে।

কাজেই এ ধরনের বিকৃতি হচ্ছে অর্থগত বিকৃতি অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে শব্দাবলীর ক্ষেত্রে কোন বিকৃতি ঘটে নি। কিন্তু অর্থ ও বিষয়বস্তুকে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যা বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইবনে মানজুর "লিসানুল আরাব" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, تحريف الكلام عن مواضعه অর্থাৎ কথাকে সেটার মূল অর্থ হতে অন্য অর্থে এমনভাবে পরিবর্তন করা যা মূল অর্থের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ হয় এবং মানুষের নিকট তা মূল অর্থের নিকটবর্তী মনে হয়। যেমনভাবে ইহুদীরা তাওরাতের অর্থকে বিকৃত করে মূল অর্থের সাথে কিছুটা সাদৃশ্য রেখে ব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের এহেন কাজকে পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ﴾.

"কোন কোন ইহুদী কথাকে (অর্থকে) তার স্থান থেকে বিকৃত করে।"[১]

রাগেব ইসফাহানী "মুফরাদাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "বাক্যের বিকৃতি হচ্ছে যে কথার দু'টি দিক রয়েছে, সেটার কেবল একটি দিককে প্রচার করা, যদিও তা বক্তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম হোক না কেন।

আল্লামা তাবারসী এ আয়াতের {يحرّفونَ الكلام عن مواضعه} "অর্থাৎ কথাকে বিকৃত করা..." ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন ঃ আল্লাহর বাণীসমূহ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে অন্যভাবে তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা এবং আল্লাহর রাসূলের (সা.) বর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী পরিবর্তন করা (এগুলো তাহরীফ হিসেবে পরিগণিত)। সুতরাং তাহরীফ বা বিকৃতি দু'ভাবে সম্পন্ন হয়, যথা ঃ (ক) অপব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত তাফসীর করা এবং (খ) প্রকৃত রূপের পরিবর্তন সাধন। যেমনভাবে পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের ৭৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

---

১। সূরা নিসা: ৪৬।

﴿وَ يَقُوْلُوْنَ هُوَ مِن عندِ اللهِ وَ مـا هُوَ مِن عندِ اللهِ وَ يَقُولُون عَلى الله الكذبَ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

"তারা বলে ঃ এ সব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।"

শা'রানী বলেন : مواضعه বলতে শব্দাবলীর অর্থকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শব্দাবলীকে সেগুলোর প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে তাফসীর না করা। বরং তা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা।[১]

পবিত্র ইমামগণ (আ.) কতৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (আ.) সা'দুল খাইরের প্রতি লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেন ঃ কিতাবের প্রতি অবমাননা ও অনীহা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাদের (বিকৃতকারীদের) অন্যতম পন্থা ছিল সেটার অক্ষর ও শব্দাবলীকে অক্ষত রাখত। কিন্তু সেগুলোর অর্থ ও বিষয়বস্তুসমূহের বিকৃতি সাধন করত। ফলত, কিতাব পাঠ করত কিন্তু সেটির উপর কোন আমল করত না। অজ্ঞরা যখন দেখত তারা কিতাবের শব্দাবলীকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বর্ণনা করছে, তখন আনন্দিত হত। কিন্তু তারা আল্লাহর কিতাবের উপর আমল না করাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনোক্ষুন্ন হত।"[২]

বাস্তবে তারা শব্দ ও বাক্যাবলীকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু সেগুলোকে অপব্যাখ্যা এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুসমূহ বাস্তবায়ন করে নি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (আ.) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে,

«وَ رجل قرأ القرآن فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَيّعَ حُدودَهُ».

"এবং এমন ব্যক্তি যে কোরআন পাঠ ও তা বাহ্যিকভাবে সংরক্ষণ (মুখস্থ) করে। কিন্তু সেটির অর্থ ও বিধানাবলী অগ্রাহ্য ও ধ্বংস করে।"[৩]

[এ যাবত আমরা তাহরীফ বা বিকৃতির শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন তাহরীফের পারিভাষিক অর্থের উপর আলোকপাত করব।]

১। মাজমাউল বায়ান, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৫, পাদটীকা।
২। উসূলে কাফী, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৩, হাদীস নং ১৬।
৩। প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৭, হাদীস নং ১।

পারিভাষিক অর্থে তাহরীফ

১। অর্থগত তাহরীফ ঃ কোন শব্দের এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা করা যা সেটির সাথে কোন সম্পৃক্ততা রাখে না, না সে শব্দের জন্য এমন অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে, না আকার ও ইঙ্গিতে উক্ত অর্থের সমর্থনে কোন আলামত পাওয়া যায়। আর এ ধরনের ব্যাখ্যাকে মনগড়া ব্যাখ্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে এরূপ মনগড়া ব্যাখ্যাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন,

«من فسّر القرآن برأيه فليتَبَوا مَقعَدَهُ من النار».

"যদি কেউ পবিত্র কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করল, তাহলে সে জাহান্নামে নিজ স্থান নির্ধারণ করল।"[১]

এ হাদীসটির ভাবার্থ হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব মত ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সে কোরআনে তার মতের সমর্থনে আয়াতের অনুসন্ধান করে এবং আয়াতকে নিজস্ব মতানুযায়ী তাফসীর করে। আর এমনটি হচ্ছে অর্থগত তাহরীফের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে যে সব আয়াতে তাহরীফ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা এ অর্থেই এসেছে।

২। অবস্থানগত তাহরীফ ঃ অর্থাৎ সূরা অথবা আয়াত অবতীর্ণের ধারাবাহিকতার বিপরীতে কোরআনে লিপিবদ্ধ করা। এ বিষয়টি আয়াতের ক্ষেত্রে খুবই কম ঘটেছে কিন্তু অধিকাংশ সূরা অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

৩। ক্বিরাত বা পঠনরীতির তাহরীফ ঃ মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত নিয়মের ভিন্নরূপে ক্বিরাত করা। যেমন ঃ ক্বিরাতের ক্ষেত্রে অনেক ক্বারীর ক্বিরাতের স্বউদ্ভাবিত পদ্ধতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলন ছিল না।

আমরা এরূপ ক্বিরাত পদ্ধতি মোটেও জায়েয মনে করি না। কেননা, যেমনটি ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন পবিত্র কোরআন একটিই ছিল এবং তা এক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।[২]

৪। উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির ক্ষেত্রে তাহরীফ ঃ অর্থাৎ যেমনভাবে আরবের বিভিন্ন গোত্রসমূহের মাঝে কথোপকথনের সময় উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়েছে, (কোরআনও তেমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন বাচনভঙ্গির মাধ্যমে পাঠ করা)।

১। গাওয়া লিল্ লায়ালী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১০৪।

২। উসূলে কাফী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩০।

এ বিষয়টি ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত বাক্যের মৌলিক গঠন ও তার অর্থ অক্ষুন্ন থাকবে। আমরা سبعه أحرف বা সাত অক্ষর[১] হাদীসটিকে (যদি এটির সনদ সহীহ থাকে) এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে, আরবি ভাষার বিভিন্ন বাচনভঙ্গি রয়েছে। যদিও উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি আরবি ভাষার নাও হয়ে থাকে, তবুও (ফেরেশ্‌তারা তা আরবি বাচনভঙ্গিতে আসমানে নিয়ে যায়)।[২]

কিন্তু বাচনভঙ্গির ভিন্নতা যদি ভুলের কারণ ও আরবি ব্যাকরণের নিয়ম বিরোধী হয়, তাহলে এমন ভঙ্গির ক্বিরাত জায়েয নয়। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরাআনে বলেছেন,

﴿قُرْآناً عَرَبِيّاً غير ذى عِوَجٍ﴾.

"আরবি ভাষার এ কোরআন সকল প্রকার বক্রতা ও ভ্রান্তি মুক্ত।"[৩]

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে শুদ্ধ আরবি ভাষায় কোরআন তেলাওয়াতের আদেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বলেন, "কোরআনকে সঠিক আরবিতে শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৪]

অনুরূপভাবে বাচনভঙ্গির ভিন্নতা যদি অর্থের পরিবর্তন ঘটায় তাহলে তা মোটেও জায়েয নয়। বিশেষতঃ তা যদি ইচ্ছাকৃত ও অসদুদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। যেভাবে ইহুদীরা رَاعِنَا (আমাদের অবস্থার প্রতি সুনজর রেখ) শব্দটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে আ'য়িন (ع) অক্ষরের জেরকে পরিবর্তিত করে জবর সহকারে পড়ে এবং এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে, যার মাধ্যমে এ অর্থ প্রকাশ পায়, হে আমাদের মন্দ ব্যক্তি।[৫]

পবিত্র কোরআনে তাদের (ইহুদীদের) এ ধরনের কীর্তির দু'টি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।[৬]

৫। শব্দ পরিবর্তনের মাধ্যমে তাহরীফ ঃ অর্থাৎ একটি শব্দ তুলে নিয়ে তদস্থলে অপর একটি শব্দ বসানো। চাই দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের

১। "নিশ্চয়ই কোরআন (আয়াতসমূহ) সাত অক্ষরে নাযিল হয়েছে।" এ ধরনের অনেক রেওয়ায়েত রয়েছে। দ্রঃ আত্ তামহীদ ফিল উলুমুল কোরআন, ২য় খন্ড, ৯৩ নং পৃষ্ঠার পর

২। ওসায়েলুশ শীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৬৬।

৩। সূরা যুমার:২৮।

৪। ওয়াসায়েলুশ শীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৬৫।

৫। তাফসীরে আলা উর রাহমান, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৪।

৬। সূরা নিসা: ২৬ এবং সূরা বাকারা: ১০৪।

সমার্থক হোক না কেন। ইবনে মাসউদ সমার্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে এ ধরনের তাহরীফকে জায়েয মনে করেছেন। আর এক্ষেত্রে তার বিশ্বাস হচ্ছে কোরআনের আয়াতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মূল অর্থের হেফাজত করা এবং শব্দের পরিবর্তন তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। যেমন ঃ তিনি মনে করতেন আল আলীম (العليم) শব্দের স্থলে আল হাকীম (الحكيم) পড়া কোন দূষণীয় নয়। বরং সমস্যা হচ্ছে রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে পরিবর্তন করা।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এ ধরনের তাহরীফ আল্লাহর ওহীর ক্ষেত্রে মোটেও জায়েয নয়। কেননা, কোরআনের অলৌকিকতা সেটির শব্দ, বাক্য, অর্থ ও বিষয়বস্তু প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন কোনক্রমেই বৈধ নয়।[১]

৬। বর্ধিত করণের মাধ্যমে তাহরীফ ঃ অর্থাৎ কোরআনের আয়াতে কোন শব্দ অথবা বাক্যের সংযোজন করা। ইবনে মাসউদসহ আরও ক'য়েকজন প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, তারা কোরআনের কোন কোন আয়াতের কিছু শব্দের অস্পষ্টতা দূর করার জন্যে নতুন শব্দের সংযোজন করতেন। অবশ্য, এ কাজটি আদৌ এ বিশ্বাসে সম্পন্ন হয় নি যে, সেগুলো হচ্ছে আয়াতের অংশ বিশেষ। বরং তা শুধুমাত্র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

এ সংযোজন যদি কোরআনের অংশ বিশেষ মনে না করা হয় এবং অর্থের বিকৃতি না ঘটায়, তবে তা দূষণীয় নয়। যেমনভাবে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ক্ষেত্রে মাসুম ইমামগণ (আ.) থেকে বিভিন্ন হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বস্তুতঃ এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহর রাসূলের (সা.) উপর নাযিল হওয়া কোরআনে নতুন কিছু সংযোজিত হয়েছে। কেবলমাত্র আজারেদেহ সম্প্রদায়[২] ব্যতিত; তারা সূরা ইউসূফকে কোরআনের অংশ মনে করে না। কেননা, তাদের ভিত্তিহীন ধারণা হচ্ছে যেহেতু সূরা ইউসূফ একটি প্রেম কাহিনী, সেহেতু তা কখনও আল্লাহর ওহী হতে পারে না।[৩]

১। আত্ তামহীদ, ১ম খন্ড।

২। আব্দুল কারিম বিন আযার্দের অনুসারীবৃন্দ এবং কথিত এ ব্যক্তিটি হচ্ছে খারেজী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা।

৩। শাহরিস্তানী রচিত আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ১ম খন্ড, পৃ. ১২।

হ্যাঁ, ইবনে মাসউদের মারাত্মক ভুল[১] ছিল তিনি মনে করতেন "মুয়াভাযাতাঈন" আর্থাৎ নাস ও ফালাক সূরা দু'টি হচ্ছে দোওয়া ও তাবিজ মাত্র এবং তা কোরআনের অংশ বিশেষ নয়। তিনি বলেছেন, " যা কোরআন নয় তাকে কোরআনের সাথে মিশ্রিত করিও না।" আর তিনি এ দু'টি সূরাকে কোরআন থেকে বাদ দেন।[২]

৭। হ্রাসের মাধ্যমে তাহরীফ ঃ এ তাহরীফ দু'ধরনের, যথা ঃ প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান প্রচলিত কোরআন হতে কোন শব্দ বাদ দেওয়া। যেমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে মাসউদ সূরা লাইলের তৃতীয় আয়াতটি[৩] এভাবে পাঠ করতেন,

{وَ الذَّكَرَ وَ الأنثى} এ আয়াত হতে তিনি مَا خَلَقَ শব্দটি বাদ দিতেন।[৪]

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এমন ধারণা পোষণ করা যে, বর্তমানে প্রচলিত কোরআন হতে কোন কিছু (চাই তা ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশতঃ হয়ে থাকুক না কেন) বাদ পড়েছে। কখনও একটি অক্ষর অথবা একটি শব্দ কিম্বা একটি বাক্য আবার কখনও পুরো সূরা-ই বাদ পড়েছে মনে করা।

পবিত্র কোরআনের ক্ষেত্রে এ ধরনের তাহরীফকে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করি এবং অত্র গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করব।

এ ধরনের তাহরীফ সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের হাদীস গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ সিহাহ সিত্তাহতে কিছু কিছু রেওয়ায়েত পরিদৃষ্ট হয়। আমরা এ গ্রন্থে উক্ত রেওয়ায়েতেসমূহের উপর পর্যালোচনা করব। কিন্তু প্রথমে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে : প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতগুলো (যেগুলোর অধিকাংশই জায়িফ ও দুর্বল সনদ বিশিষ্ট) তিন ধরনের বাইরে নয়, যথা ঃ

(ক) মুর্তাদ ও হাদীস জালকারী, যারা মিথ্যাচারিতায় ব্যাপক পরিচিত তাদের তৈরী।

১। উল্লেখ্য, এ মন্তব্যগুলো ফাতহুল বারী গ্রন্থের প্রণেতার উদ্ধৃতি অনুসারে ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলতঃ এগুলো ইবনে মাসউদ সম্পর্কে অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, তিনি সব সময় ইমাম আলীর (আ.) সাথেই থাকতেন এবং অনেক সাহাবীর তুলনায় কোরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধিক মনোযোগী ও যত্নবান ছিলেন। (ফার্সী অনুবাদক)

২। ফাতহুল বারী ফি শারহেল বোখারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৭১।

৩। পবিত্র কোরআনে এ আয়াতটি এভাবে রয়েছে {وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ و الأنثى} অর্থাৎ এবং যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

৪। সহীহ বোখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১১।

(খ) এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে কোরআনের তাহরীফের প্রতি মোটেও ইঙ্গিত করে না।

(গ) অতীতের লোকদের ভ্রান্ত ধারণা ও ভিত্তিহীন জল্পনা-কল্পনা রেওয়ায়েত আকারে বর্ণিত হয়েছে, আর পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর অধিকাংশই এ প্রকারের অন্তর্ভূক্ত।

পবিত্র কোরআনে তাহরীফ শব্দ

পবিত্র কোরআনে তাহরীফের শব্দমূলটি তার শাব্দিক অর্থেই শুধু ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ শব্দের অর্থের বিকৃতি ঘটানো এবং অননুমোদিত ভিত্তিহীন ব্যাখ্যা প্রদান। এ ধরনের তাহরীফকে (যা কেবল শব্দের অর্থের ক্ষেত্রে সাধিত হয় অন্য ক্ষেত্রে নয়) অপব্যাখ্যা ও মনগড়া তাফসীর বলা হয়।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿يُحَرِّفُونَ الْكلم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه﴾

"তারা বাক্যকে স্বস্থানে অবস্থানের পর সেখান থেকে পরিবর্তন করে।"[১]

আল কোরআনে আরও বলা হয়েছে,

﴿وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُم يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعدِ مَا عَقَلُوهُ﴾.

"তাদের মধ্যে একদল (ইহুদীরা) আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত। অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত।"[২] কেননা, তাদের ধারণা মতে সেগুলো তাদের স্বার্থের অনুকূলে না হওয়ায় তারা সেগুলোকে নিজেদের পছন্দনীয় অর্থে পরিবর্তিত করত।

শেখ তুসী বলেন, "তাহরীফ দু'ভাবে সম্পন্ন হয় একটি হচ্ছে মনগড়া ব্যাখ্যা এবং অপরটি হলো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।"[৩] অর্থাৎ কোন শব্দের উচ্চারণ এমনভাবে পরিবর্তন করা, যাতে করে সেটার মাধ্যমে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়। যেমনভাবে সূরা আলে ইমরানের ৭৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

﴿وَ إِنَّ مِنْهُم لَفَرِيْقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾

১। সূরা মায়েদাহ: ৪১।
২। সূরা বাকারাহ: ৭৫।
৩। আত্ তিবইয়ান, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৭০।

"আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহবাকে এমনভাবে কুঞ্চিত করে যাতে তোমরা মনে কর যা তারা পাঠ করছে তা আল্লাহর কিতাবের অংশ। অথচ তা আদৌ কিতাবের অংশ নয়।"

শেখ মুহাম্মাদ আবদুহ বলেন, "তাহরীফ হচ্ছে আল্লাহর বাণীর এমন ব্যাখ্যা যা সেটির প্রকৃত অর্থের স্থলে ভিন্ন অর্থের প্রকাশ ঘটায় এবং তাহরীফ শব্দ দ্বারা এটিই বুঝানো হয়। আর এ ধরনের ব্যাখ্যার কারণেই তারা (তাহরীফকারীরা) আল্লাহর রাসূলের (সা.) সাথে বিরোধিতা ও তাঁর নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে।

এটি হচ্ছে তাদের চিরাচরিত নীতি যেভাবে তারা আহদাঈনের (তাওরাত ও ইঞ্জিল) সুসংবাদসমূহকে বিকৃত করেছে।[১]

সংক্ষেপে বলা যায় যে, আহদাঈন তথা বাইবেলের[২] বিকৃতি; যা খ্রিষ্টান পন্ডিতদের মাধ্যমে ঘটেছিল (কোরআনেও এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে) তা দু'ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, প্রথমতঃ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থাৎ অবাঞ্ছিতভাবে সেটার তাফসীরে হস্তক্ষেপ করত।

দ্বিতীয়তঃ যখন তারা কিতাব পাঠ করত, তখন তাদের বাচনভঙ্গিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করত, যাতে করে প্রকৃত অর্থ বোঝা না যায়। আসলে যখন কোন শব্দকে এমন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হয়, যা সেটির প্রকৃত ও স্বাভাবিক উচ্চারণ নয়। তখন সে উচ্চারণ উক্ত শব্দের নয় বরং অন্য কিছুর। বস্তুতঃ তাদের এ ধরনের বিকৃতি ও ধোকাবাজির মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া এবং রাসূলে খোদার (সা.) শুভাগমন প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী নবীদের সুসংবাদকে গোপন করা।

[পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনে তাহরীফ শব্দমূলটি শাব্দিক অর্থে তথা অর্থগত তাহরীফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।] আর এ তাহরীফের পারিভাষিক অর্থ তথা কমবেশি করা অথবা কোরআনের কোন শব্দকে অন্য শব্দের মাধ্যমে পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নি।

১। আল মানার, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৪০।

২। এখানে বাইবেলের দু'টি অংশ তথা ঞযব ড়ষফ ঃবংঃধসবহঃ ধহফ ঞযব ঘবঁ ঞবংঃধসবহঃ বুঝানো হয়েছে।